দৈনিক বাংলা

057

তারিখ ... 14.10.79 ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঁচ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক

পাঁচ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন মন্ত্রিপরিষদ। এবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক বসেছিল সিলেটে গত ১২ই অক্টোবর। এই বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নে ঘটনাটি খুব একটা নতুন নয়। বেশ কয়েকবছর ধরে এই পদগুলো শূন্য আছে। এই পদগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য দাবী উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত অভিনন্দিত হবে সকল মহলে।

তবে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে নতুনত্ব আছে। মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই নতুন শিক্ষকদের শতকরা ৫০ ভাগ হবে মহিলা। আমাদের মতে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। আমরা এই সিদ্ধান্তে অভিনন্দন জানাই।

তবে শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নে আমাদের কতকগুলি প্রশ্ন আছে। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি সমস্যা আমরা তুলে ধরতে চাই। সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে দুর্নীতি লেশমাত্র নেই; কিন্তু ঘটনাটি সত্য নয়। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পরে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক বদলী বা বিদ্যালয়ের অনুমোদন যেন হাটে-বাজারে কেনা-বেচার পণ্যের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন থানা শিক্ষাকেন্দ্রে গেলে এ ঘটনা চোখে পড়বে। একটু তদন্ত করলেই জানা যাবে যে টাকার জোরে কি করে অনেক অযোগ্য শিক্ষক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছে। এবং বহাল তবিয়তে আছে। কি করে রজত মূল্যে কোন কোন শিক্ষক কোন কোন এলাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়েছে? কি করে প্রতিমাসে বেতন পেতে হলে শিক্ষকদের বিপর্যস্ত হতে হয়?

আমরা বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত। তবু আমরা বলতে চাই যে এ শিক্ষক নিযুক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই শিক্ষক বাছাই করার ব্যাপারে সুষ্ঠু পদ্ধতি নির্ধারণ প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে এ সমস্যাটি এবার তীব্র হয়ে দেখা দেবে—বিশেষ করে আড়াই হাজার শিক্ষিকা নিয়োগের প্রশ্ন। ইতিপূর্বে আমরা বার বার লক্ষ করেছি যে সরকারী স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সচিবালয় পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই মহিলা নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। আমরা আশা করব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ ঘটনাগুলি নজর রাখবেন। আমরা বিশ্বাস করি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মহিলাদের চাকরি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এবং সে ক্ষেত্রে যাতে মেধা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদের নিযুক্তি দেয়া হয় সে কামনাই আমরা করব।